জগদাত্মনঃ জগতিলোকসংগ্রহধর্ম্মাদিপ্রবর্ত্তনেন তন্নিষন্তরিত্যর্থঃ। দৈবতং পূজ্যত্বেন দর্শিতম্ ॥ ৭।১৪ ॥ শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৮৬—২৯৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণপূজার অঙ্গরূপে ভূতাদি পূজার ব্যবস্থা থাকিলেও কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু সেই ভূত-প্রেত-পিশাচাদি ভগবানের আবরণদেবতা হইতে পারে না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে তাহারা যে ভগবানের আবরণদেবতা হইতে পারে না—এ বিষয়ে নিষেধ করা আছে। যক্ষগণের পিশাচগণের মদ্যমাংসাদির দ্বারা যে পূজা, তাহা সর্বথা নিষিদ্ধ। প্রাকৃত স্বর্গীয় দেবগণের পূজা সুরাপান তুল্য মনে করিতে হইবে। অতএব অবশ্যপূজ্য অন্যান্য দেবগণেরও যদ্যপি মদ্যাদি অভিমত, তথাপি সেই সকল মদ্যাদি দ্বারা তাহাদের পূজা করিবে না। যেমন শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেবচন্দ্রের বারুণিমদিরা প্রভৃতি অভিলষিত, তথাপি সাধকের কখনও তদ্দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর এই পীঠপূজায় যে অধর্ম্ম এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ আছে, কিন্তু পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে তাহাদের কথা তো স্পষ্টরূপে উল্লেখ নাই-ই, এমন কি অন্তর্দ্ধান বিদ্যাতেও তাহারা সেই যোগপীঠ স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। তেমনই স্বায়ম্ভুবাগমেও তাহাদের উল্লেখ নাই। এস্থলে মনে হয়—স্বায়ম্ভুবাগম বলিতে ব্রহ্মসংহিতাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সেই সকল অধর্ম্ম প্রভৃতিকে পীঠাবরণ দেবতারূপে আদর করিতে হইবে না। কিন্তু কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্র-অনুসারে অধর্ম্ম প্রভৃতিকে অন্যরকম অর্থ করিয়াছেন। সেই নারদপঞ্চরাত্রে উল্লেখ আছে—অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই চারিটিকে অমঙ্গলার্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ অধার্ম্মিক প্রভৃতিতে যে অন্তর্য্যামী শক্তি আছে, সেই উদ্দেশ্যে অধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। পীঠপূজায় ভগবানের বামপ্রদেশে শ্রীগুরুপাদুকা পূজাই সঙ্গত। যে এই ভগবান এই জগতে ব্যষ্টিরূপে ভক্তাবতারভাবে শ্রীগুরুস্বরূপ বিদ্যমান আছেন, সেই শ্রীভগবানই শ্রীভগবানের যোগপীঠে সমষ্টিরূপে শ্রীভগবানের বামপ্রদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপেও শ্রীগুরুস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। সেইপ্রকার শ্রীরামাদি উপাসনায় যে মৈন্দ দ্বিবিদ প্রভৃতি আবরণ দেবতা আছে, তাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যধামে নিত্য ও শুদ্ধরূপেই আছেন। যেমন অক্রূরাঘমর্ষণে অর্থাৎ শ্রীযমুনাজলে শ্রীঅক্রূর মহাশয় যখন স্নান করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে জলমধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত যে বিষ্ণুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতিকেও দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা ১০।৩৯।৫৪ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে। যে শ্রীপ্রহ্লাদ পৃথুমহারাজ কর্ত্তৃক পৃথিবীদোহন সময়ে বৎস হইয়াছিলেন। তখন কিন্তু প্রহ্লাদ মহাশয়ের জন্ম